ডিকনস্ট্রাক্টিং আইএসঃ খারিজি তত্ত্বের অপপ্রয়োগ

ডিকনস্ট্রাক্টিং আইএস: খারিজি তত্ত্বের অপপ্রয়োগ

উইলায়াত আল-বেঙ্গল

১৪৪৬ হিজরি

[আবু ফাহাদ আল-হিন্দী]

প্রকাশনায়:

ভূমিকা

হক্কের অনুসারীদের খারিজি অপবাদ দেওয়া নতুন নয়, যুগে যুগে আহলুস সুন্নাহ'র ইমাম ও অনুসারীদের খারিজি অপবাদ দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা رحمه الله, ইমাম আল-আহলুস সুন্নাহ আহমাদ ইবনে হাম্বল رحمه الله, শায়খ আল-ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله, ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله, শায়খ আল-মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব رحمه الله, শায়খ আল-মুজাহিদ আবু হামজা ওসামা বিন লাদেন رحمه الله-ও এই নিকৃষ্ট অপবাদের স্বীকার হয়েছেন। বিদাআতী, রাফিদী মুশরিক, উলামা আস-সূ, দরবারি আলেম, দুনিয়ার মোহে পরে লালসায় ঢুবে থাকা আলেম, দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞ-জাহিল আলেমরাই হক্কপন্থীদের খারিজি অপবাদ দিয়ে দমিয়ে রাখতে চায়। এর অর্থ এও নয় যে, যাদেরকেই খারিজি বলা হয় তারাই হক্কপন্থী। ইলমভিত্তিক দ্বীনের যথাযথ ইলম অর্জন না করে কোনো শায়খের কথা শুনে কাউকে খারিজি বলতে গেলে অবশ্যই সে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, আর ফিতনার ছড়াছড়ির যুগে তার সম্ভাবনা আরও বেশি। এই কিতাবে খারিজিদের পরিচয় ও মুহাইসিনী আল-কাজ্জাবের দেওয়া অপবাদসমূহ খন্ডন করা হবে।

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

খারিজিদের পরিচয়

আলী (রাঃ) বলেছেন, "একদিন আমি রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গেলাম। তখন তার কাছে আয়িশা (رضي الله عنها) ব্যতীত আর কেউ ছিল না। তিনি বললেন, ওহে আবু তালিবের ছেলে! অমুক সম্প্রদায়কে তুমি কিভাবে সামাল দেবে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসুলই ভালো জানেন। তিনি বললেন: পূর্বাঞ্চল থেকে একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, তারা কুরআন পড়বে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠের মধ্যেই সীমিত থাকবে, ধনুক থেকে তীর যেরূপ দ্রুত বেগে বের হয়, তারা সেভাবেই ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি থাকবে যার হাত পঙ্গু হবে, তার হাত হাবশী মহিলার স্তনের মত দেখাবে।”[1]

আল্লাহর রাসুল বলেছেন, পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোক বের হবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কন্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারা আর দ্বীনের মধ্যে ফিরে আসবে না, যেমনভাবে ধনুক ছিলায় ফিরে আসে না। বলা হল, তাদের বৈশিষ্ট্য কী? তিনি বললেন, 'তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাথা মুণ্ডন করা'।[2]

খারিজিরা এমন একদল যারা খলিফাতুল মুসলিমীন আলী ইবনে আবু তালিব رضي الله عنه- এর বিরুদ্ধে বের হয়েছিল। এরাই হচ্ছে মূল, এরপরের সবাই শাখা-প্রশাখা।

---

[1] মুসনাদে আহমাদ: ১৩৭৯

[2] বুখারী: ৭৫৬২

আবুল হাসান আশআরী رحمه الله বলেছেন, তাদেরকে খারিজি নাম দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা আলী رضي الله عنه-এর বিরুদ্ধে বের হয়েছে।
খারিজিদের সমষ্টিগত চিন্তা:
১. খারিজিরা আমীরুল মু'মিনীন আলী رضي الله عنه-কে কাফির আখ্যায়িত করার ব্যাপারে একমত হয়েছে। তবে তারা ইখতিলাফ করেছে তার কুফর কি শিরক না কি শিরক নয়।
২. তারা একমত হয়েছে যে, প্রত্যেক কবিরাহ গুনাহ-ই কুফর তবে নাজদাতের খারিজিরা ব্যতীত।
৩. তারা এব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ সুবহানাহু কবিরাহ গুনাহ সম্পাদনকারীকে সর্বদাই শাস্তি দিবেন তবে নাজদাতের খারিজিরা ব্যতীত।
৪. খারিজিরা বলে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি।
৫. সকল খারিজিরা আবু বকর رضي الله عنه ও ওমর رضي الله عنه-এর ইমামতকে সত্যায়ন করে এবং উসমান رضي الله عنه-এর ইমামতকে প্রত্যাখ্যান করে। আর মুআবিয়া رضي الله عنه, আমর ইবনুল আসرضي الله عنه ও আবু মুসা আশআরী رضي الله عنه-কে তারা কাফির সাব্যস্ত করে।
৬. তারা মনে করে, ইমামত কুরাইশ এবং অন্যদের মধ্যে হওয়া জায়েয যখন কোনো যোগ্য ব্যক্তি তা সম্পন্ন করবে।
৭. তারা বলে কবরে আযাব হবে না।

খারিজিরা হল আক্বিদাহ'গত ফিরক্বার অন্তর্ভুক্ত। উম্মাহ'র মহান আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, এই ফিরক্বার কিছু আলামত এবং লক্ষণ রয়েছে। তাদের মাঝে শাখাবিশিষ্ট অনেক ইজতিহাদ এবং ফিক্বহী বক্তব্য ও মত রয়েছে। তারা তাদের নিজেদের মাঝেই অনেক দলে বিভক্ত। তথাপি এমন কিছু মূলনীতি রয়েছে যেগুলোর উপর খারিজিরা একমত। আর এগুলোর মাধ্যমে তাদেরকে

অন্যান্য ফিরক্বা থেকে পৃথক করা হয়। এভাবে যে, আক্বিদাগত সকল ফিরক্বার ভ্রষ্টতার ভিত্তি হচ্ছে উসূল তথা আক্বিদাগত
উসুলের সাথে সম্পৃক্ত। তারা এই মূলনীতি মেনে চলে এবং এই মূলনীতিকে বাস্তবতায় প্রয়োগ করে। ফলে ফলাফল হয় ভুল। আর যদি তাদের মূলনীতি সঠিক হয় এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল হয় এক্ষেত্রে যেহেতু তাদের মূলনীতি সঠিক আর উসুল প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে এমতাবস্থায় অবশ্যই তারা আহলুস সুন্নাহ'র অন্তর্ভুক্ত হবে আর তাদের কর্মকে ভুল হিসেবে গণ্য করা হবে।

শাইখুল ইসলাম 'মাজমুউল ফাতাওয়া'তে বলেন, "খারিজিদের প্রথম বিদআত ছিল কুরআন ভুল বুঝা। কুরআনের বিপরীত করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা কুরআন থেকে এমন বিষয় বুঝতো কুরআন যা বুঝায়নি। তাই তারা মনে করত, পাপীকে তাকফীর করা হবে। কারণ মু'মিন হবে নেককার মুত্তাকী। তারা বলে, যে নেককার মুত্তাকী হবে না সেই কাফির এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী। অতঃপর তারা বলে, উসমান, আলী এবং যারা এই দুইজনের সাথে সম্পর্ক করেছে তারা মু'মিন নয়। কারণ তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার ফায়সালা করেছে।"

সুতরাং তাদের বিদআতের মূল বিষয় ছিল দুইটি:
১. তাদের বিদআত ছিল উসুলের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ক্ষেত্রে নয়। তাই তারা বলে, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে কোন কাজের মাধ্যমে কুরআনের বিপরীত করে সে কাফির। এটা আক্বীদাহ বা বিশ্বাস।

২. উসমান, আলী এবং যারা এ দুজনের সাথে সম্পর্ক করেছে তারা এদের মতই কাফির।

অতএব, তারা এমন ব্যক্তিকে তাকফীর করেছে দ্বীন যাদের ব্যাপারে বলেছে, তারা জান্নাতী এবং তারা খাইরুল কুরুন।

এই ভুলের মধ্যেই খারিজিরা পতিত হয়েছিল এবং এর উপরেই তারা তাদের আক্বীদাহ প্রতিষ্ঠা করেছে।

খারিজিদেরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য তাদের কিছু সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র মূলনীতি বা সিফাত বা আক্বিদা থাকা আবশ্যকীয় যা তাদেরকে অন্যান্যদের থেকে আলাদা করবে। এমন কোনো বৈশিষ্ট্য গ্রহণযোগ্য নয় যা অন্যান্য দলের মধ্যেও বিদ্যমান থাকে।
যেমন: ১. “তারা মুসলিমদের হত্যা করবে এবং মুশরিকদের ছেড়ে দিবে।” এটা আবশ্যক কোনো সিফাত নয় যার দ্বারা খারিজিদের আলাদা করা যাবে। কেননা এই সিফাতটি আরও অনেক রাষ্ট্র এবং দলের আছে। তাই কেউ যদি এই সিফাতটিকে খারিজিদের সিফাত বলে উল্ল্যেখ করে তাহলে প্রথমেই এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে সৌদ রাষ্ট্র, তালেবানের অনৈসলামিক ইমারাত, বাহরাইন, আরব-আমিরাতসহ আরও কিছু দল এবং রাষ্ট্র। কারণ তারা মুওয়াহহিদ মুসলিমদের হত্যা করে বন্দি করে আমেরিকাকে নিরাপদে রাখতে চায় আশ্বস্ত রাখতে চায়। আর মুশরিক রাফিদিদের নিরাপদের রাখতে মুওয়াহহিদদের হত্যা করে। আবার এমন খারিজিও আছে যারা কোনোদিন মানুষ হত্যা করেনি বরং কেউ কেউ বাতিনী উবাইদিয়্যাহদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।
২. কবিরা গুনাহগারকে কাফির এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী মনে করা। এই আক্বিদাটি শুধু খারিজিদের বৈশিষ্ট্য নয়, এই আক্বিদাটি মুতাযিলাদেরও। তাই এটা কোনো আবশ্যক সিফাত নয় যার দ্বারা কোনো দলকে খাওয়ারিজ বলা যাবে।
উক্ত আক্বিদাহগুলো এককভাবে কারো মধ্যে উপস্থিতি কাউকে খারিজি বলে চিহ্নিত করে না।

তাহলে খারিজিদের বৈশিষ্ট্য কী বা খারিজি কারা?
ইবনে হাযম رحمه الله খারিজিদের মাজহাব (মতবাদ) উল্লেখ করে কোনো ব্যক্তিকে খারিজি বৈশিষ্ট্যে আখ্যায়িত করা সঠিক হওয়ার জন্য তার মধ্যে পাঁচটি বিষয় একত্রিত হওয়া শর্তারোপ করেছেন।
তিনি বলেছেন, "বিচারক বানানো প্রত্যাখ্যান করা, কবিরাহ গুনাহকারীদের তাকফীর করা, অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, কবিরাহ গুনাহকারীরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া এবং কুরাইশী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে ইমামত জায়েয হওয়া-এই সকল বিষয়ের ব্যাপারে যে ব্যক্তি খারিজিদের সাথে একমত হবে সে খারিজি। যদিও এগুলো ছাড়া মুসলিমরা যে বিষয়ের ক্ষেত্রে মতভেদ করে সে বিষয়ের ক্ষেত্রে সে তাদের বিপরীত মত পোষণ করে। আর যদি আমাদের উল্লেখিত বিষয়ে খারিজিদের বিপরীত মত পোষণ করে তাহলে সে খারিজি হবে না।"[3]

শাইখ আবু সুফিয়ান আস-সুলামী تقبله الله বলেন, "আমি এই উসুল তথা মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করছি যেগুলো উঁচুমাপের আহলুল ইলমগণ সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি বলি, খারিজিদের মূলনীতিসমূহের প্রথম মূলনীতি হল-তারা কবিরাহ গুনাহ, পাপ এবং প্রত্যেক অপরাধের কারণে তাকফীর করে। ফলে তারা মদপানকারী, যিনাকারী, চোর এবং অপরাধীকে তাকফীর করে। তারা পিতা-মাতার অবাধ্য, মিথ্যাবাদী, চোগলখোর এমনিভাবে অপহরণকারীকে তাকফীর করে। আর আল্লহ ﷻর দয়া ও অনুগ্রহে আমরা কবিরাহ গুনাহের কারণে তাকফীর করি না। তাই তাদের (অপবাদ আরোপকারীদের) বক্তব্য আমাদের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান নয়।

খারিজিদের মূলনীতিসমূহের দ্বিতীয় মূলনীতি হল- তারা আম তথা ব্যাপকভাবে তাকফীর করে। তাই শাসক যখন তাদের নিকট কাফির হয়ে যায় তখন উপস্থিত অনুপস্থিত জনগণও কাফির হয়ে যায়

---

[3] আল ফাসল ২/১১৩

এমনিভাবে মুসাফিরও কাফির হয়ে যায়। আর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আমরা আম তথা ব্যাপকভাবে তাকফীর করি না, আর
না নিন্দাযোগ্য কুৎসার কারণে বা বিতাড়িত ধারনার কারণে তাকফীর করি।

খারিজিদের মূলনীতিসমূহের তৃতীয় মূলনীতি হল- তারা অত্যাচারী মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বের হওয়াকে বৈধ মনে করে যখন সে পাপ সম্পাদন করে। আর আমরা মুসলিম মুওয়াহহিদ শাসকের বিরুদ্ধে বের হওয়াকে বৈধ মনে করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি আল্লাহর সাথে শিরক করেন অথবা সমকক্ষ স্থির করেন। সুতরাং এই হল এক্ষেত্রে সারকথা এবং সঠিক বক্তব্য। তাই যার মধ্যে এই উসুল বা মূলনীতিগুলো একত্রিত হবে সেই হল পরিত্যক্ত খারিজি। আর যদি এগুলো না থাকে তাহলে সে খারিজি হবে না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।"

অত্যাচারী ইমামের বিরুদ্ধে বের হওয়াকে দাওলাহ বৈধ মনে করে না। দাওলাহ মনে করে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইমামের আনুগত্য চালিয়ে যেতে হবে। এবং দাওলাহ'র আমীর-উমারা ও সৈনিকগণ কোন বৈধ ইমামের বিরুদ্ধে বেরও হননি। দাওলাহ কবিরাহ গুনাহকারীকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী মনে করে না। কারণ শুধুমাত্র কোন ব্যক্তি কুফরে আকবার বা শিরকে আকবার সম্পাদনের কারণেই চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। এজন্যই তো দাওলাহ বিবাহিত যিনাকারীদের উপর হদ বাস্তবায়নের পরে জানাযা পড়ে এবং মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করে। দাওলাহ সাহাবীদের মধ্য থেকে আলী এবং মুআবিয়া সহ অন্য কোন সাহাবীগণকে তাকফীর করে না। তাকফীর করার তো প্রশ্নই আসে না যেখানে তারা সাহাবীগণের হুরমত রক্ষায় নিজেদের জান উৎসর্গ করছে। দাওলাহ কুরাইশী ব্যতীত অন্য কারো খলীফাহ হওয়া বৈধ মনে করে না। এব্যাপারটি কথায় এবং কাজে প্রমাণিত। সুতরাং কোনো দিক থেকেই দাওলাহ'কে খারিজিদের সাথে তুলনা করা যায় না। বরং দাওলাতুল ইসলাম খারিজিদের একেবারে বিপরীত আক্বিদাহ পোষণ করে।

মুহাইসীনি'র ৩০টি অপবাদ ও তার খন্ডন

অপবাদ ১: তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করে।
খন্ডন: এখানে তারা খারিজিদের একটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য করেছে যে তারা মুসলমানদের হত্যা করে এবং এটা দাওলাহ'র উপর চাপিয়েছে। এটি এমন এক অপবাদ যা সুস্থ ও জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ দিতে পারে না। দাওলাতুল ইসলাম (ইসলামিক স্টেট) যদি মুসলিমদের হত্যা করতো তাহলে যেইসকল ভূমির তামকিন তারা পেয়েছে সেইসকল ভূমির কোনো ব্যাক্তিই জীবিত থাকতো না, কিন্তু অপবাদ থেকে বাস্তবতা ভিন্ন। বর্ডার ভেঙ্গে দেওয়া, স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন করা, শারীয় হদ্দ সবই ছিল আল্লহ ﷻ'র আদেশে সাধারণ মুসলিমদের জন্য ন্যায়বিচার। সুরুরীদের মানহাজে(ক্বইদাতুল জাওয়াহীরি) আমরা দেখতে পাই রাফিদি মুশরিকদের অজ্ঞতার ওজর দেওয়া এবং পথভ্রষ্ট বিদআতি তালিবানকে শিয়া মুশরিকদের দ্বীনিভাই বলে সম্বোধন করা।
বরং "মুসলিম হত্যা করে" অপবাদ দিত রাফিদি মুশরিকরা শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব رحمه الله-কে।
যারা নাক্বিদ(ইমানভঙ্গ) ঘটিয়েছে এমন ব্যাক্তির ক্ষেত্রে ইরজাগ্রস্থ হয়ে মুসলিম দাবি করা হয়েছে, এরই প্রেক্ষিতে "মুসলিম হত্যা করে" নামক জঘন্য মিথ্যা ও অজ্ঞতাপূর্ণ অপবাদ আরোপ করা হয়েছে।

শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী رحمه الله বলেছেন, "দাওলাতুল ইসলাম এমন ব্যাক্তি থেকে মুক্ত যে অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করে..... আমরা যদি জানতে পারি কেউ এর ব্যাতায় ঘটিয়েছে আমরা তাকে বিচারের সম্মুখীন করবো এবং কঠিন কেসাস নিবো..... ইচ্ছাকৃত কোনো মুসলিমকে হত্যা তুলনায় বরং আমাদেরকেই একে একে হত্যা করা হলে
সেটাকেই আমরা অধিক পছন্দ করবো.....আমরা তাদেরকে জীবিত দেখতে চাই যদিও তারা আমাদের মৃত্যু কামনা করে।"

যখন সিরিয়ার আহলে সুন্নাহ যখন আগ্রাসনের স্বীকার হলো এবং খলিতাফুল মুসলিমিন আবু বকর আল-বাগদাদি تقبله الله দেখলেন এখন শামবাসীকে সাহায্য করা ওয়াজিব, তখন তিনি দাওলাতুল ইসলামের বায়তুল মালের অর্ধেক ও সৈন্য দিয়ে আল-জুলানিকে শামে পাঠালেন শামবাসীকে সাহায্য করার জন্য। এ কেমন মুসলিম হত্যা?

অপবাদ ২: মুসলিমদেরকে তাকফির করা।
খন্ডন: দাওলাতুল ইসলামের আক্বিদাহ ও অফিশিয়াল কিতাবাদিতে উল্লেখ্য আছে দাওলাহ ব্যাভিচার, মদ্যপান, চুরি ইত্যাদি গুনাহ'র কারণে কাউকে তাকফির করে না যতক্ষণ না তারা এগুলোকে হালাল মনে করে। এবং সন্দেহের ভিত্তিতে বা মানুষের কোনো আমলের অনাকাংখিত কোনো ফল বা কারও কোনো বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কুফরি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার ভিত্তিতে কাউকে তাকফির করে না।
সুস্পষ্ট নাক্বিদ এবং রিদ্দাহ'র কারণেই দাওলাহ কাউকে তাকফির করে। জাহমি, সুরুরি, মুরজিয়াদের তাকফিরের মাসআলায় ভয়াবহ বিচ্যুতির অনাকাঙ্ক্ষিত ফলই দাওলাহ'র বিরুদ্ধে মুসলিমদের তাকফির করার অপবাদ। দাওলাহ আহলুল ক্বিবলাহ'র কাউকে তাকফির করে না যতক্ষণ না তার মধ্যে স্পষ্ট ইমানভঙ্গকারী বিষয় পরিলক্ষিত হয়, মুসলিম দাবি করা ব্যাক্তির বাহ্যিক অবস্থাই ধর্তব্য।

অপবাদ ৩ এবং ৪: খারিজিদের মধ্যে বেশি থাকে কম বয়স্ক ও বুদ্ধিহীন লোক, বাহ্যিক অবস্থা সুন্দর হওয়া।
খন্ডন: আপনার ইলমের সাথে বয়সের কোন সম্পর্ক নেই।
মা'মার বর্ণনা করেন, ইমাম আয-যুহরী رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেছেন,
• উমার (رضي الله عنه) এর মাজলিশে তরুণ এবং বয়োবৃদ্ধ পাঠকদের ভিড়ে পরিপূর্ণ ছিলো এবং তিনি (رضي الله عنه) মাঝে মাঝে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং বলতেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার অল্প বয়সের অজুহাতে তার মত প্রকাশে বাধা না দেয়, কারণ ইলম তারুণ্য

বা বয়সের উপর ভিত্তি করে নয় বরং আল্লহ ﷻ যেখানে ইচ্ছা তা স্থাপন করেন'। ﴾[4]

উলামাহ আস-সূ-গণ আওয়ামদের নিকট এই মতবাদ ছড়িয়েছে যে, আহলুল ইলমগণ কেবলমাত্র পরিচিতদের মধ্যে থেকেই আসে। তাই, এই উলামাহ আস-সূ-গণের মতে আহলুল ইলমগণ হলেন তারাই যারা সুপরিচিত এবং যারা বৃদ্ধ। মানে হচ্ছে এই লোকেরা ৩০-৪০ বছরের বয়স্কদের উলামাহ মনে করে। তারা মানুষের মনে এই বিশ্বাস স্থাপন করিয়ে দেয় যে, আলিম কেবল সেই, যে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের মতে আলিম হচ্ছে ব্যাক্তির মর্যাদা এবং চেহারা বিবেচনায় কিন্তু তার ইলম অনুসারে নয়।
ইব্রাহিম عليه السلام, ইউসুফ عليه السلام ছিলেন যুবক; যুবকদের দ্বারাই সমাজ পরিবর্তন হবে, বিজয় আসবে।

অপবাদ ৫: খারিজিরা কুরআন বুঝে ভুলভাবে, কাফিরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতগুলোকে মুসলিমদের ব্যাপারে প্রয়োগ করে।
খন্ডন: বরাবরের মতই মুহাইসিনী ধর্মত্যাগী মুরতাদদেরকে মুসলিম বলেছেলেছে। "তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো"-আয়াতটি দ্বারা দাওলাহ না কি মুসলিমদের ইশারা করে। এটা একটা শিশুসুলভ অভিযোগ, তবে তাদের কাছে এরদোগানের মতো নিকৃষ্ট ত্বগুত, মুশরিক, কাফির যদি মুসলিম হয় তাহলে বলা যেতেই পারে দাওলাহ তাল্কায়দার ত্বগুত মুসলিমদের আয়াত প্রয়োগ করে হত্যা করে।

আল্লহ ﷻ বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" এই আয়াত প্রয়োগ করে দাওলাহ না কি বলে হে অমুক তুমি কাফির হয়ে গেছ কারণ তুমি অমুকের সাথে বন্ধুত্ব করেছো, আর অমুক কাফির।

---

[4] [মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক: খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৫১, মাকতাবা শামেলা]

অবশ্যই দাওলাহ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বকারীকে কাফির মনে করে, আল্লহ ﷻ-ও তাই বলেছেন, আহলুল ইলমগণও তাই বলেছেন। কিন্তু এতে অবশ্যই মুওয়ালাতে ছুগরা আছে তথা এমন ওয়ালা বা বন্ধুত্ব যা ইসলাম থেকে বের করে না, তবে এটা ওয়ালা বারা'র পূর্ণতা নাকচ করে। আর এমন বন্ধুত্বের কারণে দাওলাহ তাকফির করে না।
[শায়খ আবু হাফস আশ-শামী رحمه الله'র আল ওয়ালা ওয়াল বারা কিতাবে বিস্তারিত আছে।]

অপবাদ ৬: মুমিনদের নারীদের অন্যায়ভাবে বিচ্ছেদ ঘটানো।
খন্ডন: এটি সবারই জানা যে স্বামী মুরতাদ হয়ে গেলে তাদের মধ্যে সম্পর্কও বিচ্ছেদ হয়ে যায়, কিন্তু দাওলাহ কোথায় কার সাথে কী কারণে এমন কিছু করেছে তার কোনো প্রমাণ দেয়নি। এদিকে তাল্কায়দার এদেশীয় মিডিয়া প্রোপাগান্ডিস্টরা একটা ভিডিও প্রচার করে যেখানে দাওলাহ কিছু মুশরিক নারী-শিশুকে দাস-দাসী হিসেবে বন্টন করে। ভিডিওটা কতটা সত্য মিথ্যা মিশ্রিত সেটা বাদ রাখলাম, সত্য হলে আলহামদুলিল্লাহ, কারণ দাওলাহ নববী মানহাজ প্রকাশ্যে বাস্তবায়ন করে দেখাচ্ছে। তবে তাল্কায়দাকে সুস্পষ্ট দাস-দাসী'র বিধানকে অস্বীকার করতে হবে, লুকোচুরি খেলা যাবে না, তাদেরকে বলতে হবে তারা দাস-দাসী'র বিধান মানে না।

পরবর্তী অংশে সে(মুহাইসিনী) দাওলাহকে আবু খালিদ আস-সুরী'র হত্যার মিথ্যা দাবি করে যা দাওলাহ অফিশিয়ালি অস্বীকার করেছে।

অপবাদ ৭ ও ৮: খারিজিরা মুতাশাবিহ বর্ণনাগুলোর পিছনে পরে আর মুহকাম বর্ণনাগুলো থেকে বিরত থাকে।
খন্ডন:মিথ্যা, ভিত্তিহীন, অজ্ঞতাপূর্ণ অভিযোগ, খারিজির উসূলের সাথে যায় না। এগুলো খন্ডনেরও অযোগ্য।

অপবাদ ৯: খারিজিরা উলামা ও মর্যাদাবান লোকদেরকে ভর্ৎসনা করে:
খন্ডন: "...তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মত। যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহবা বের করে হাঁপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহবা বের করে হাঁপাবে। ..."[5]
আল্লহ ﷻ উলামা আস-সূ-দেরকে জিভ বের করে হাঁপাতে থাকা কুকুর এবং কিতাববহনকারী গাঁধা'র সাথে তুলনা করেছেন।
উলামা আস-সূ জান্নাতের দরজায় বসে জাহান্নামের দিকে ডাকে, তারা তাদের ইলম অনুযায়ী আমল করে না। এমন আলেমদের ভর্ৎসনাই প্রাপ্য।
আহলুস সুন্নাহর হক্কপন্থী মিল্লাতে ইব্রাহিমের সকল আলিমদেরই দাওলাহ শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে, যদিও তারা বাইয়াত না দেয়।

অপবাদ ১০: খারিজিদের কোনো সত্যনিষ্ঠ আলেম নেই, যে তাদের পরিচালনা করতে পারে এবং তাদের কোনো গ্রহণযোগ্য কিতাব খুঁজে পাবেন না।

---

[5] আল-আ'রাফ ১৭৬

খন্ডন: তাদের চোখে দাওলাহ'র আলেম কীভাবে থাকবে যেখানে কেউ দাওলাহকে কেউ সমর্থন করলে একবাক্যে খারিজি উপাধি দেওয়া হয়, জাহিল বলে সম্বোধন করা হয়!

আমি শুধু এখানে আল-কায়দার কয়েকজন প্রাক্তন আলেমদের উল্লেখ্য করবো যারা দাওলাতুল খিলাফাতে যোগ দিয়েছিলেন।

১. শাইখ উমার মাহদী জায়দান:

ইনি আল কায়দার একজন শাইখ এবং মুজাহিদ। ১৬ই অক্টোবর ২০১৪ সালে খলিফাহ আবু বকর আল বাগদাদীকে বাইয়াহ দিয়ে ইসলামিক স্টেটে যোগদান করেন।

২. শাইখ আবু মালেক আল-তামিমি:

উনি সৌদি আরবের একজন বড় মাপের ইসলামিক স্কলার। তিনি প্রথমে ইমাম-দা-আল-ইলমি ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং তারপরে রিয়াদের ইমাম মুহাম্মদ বিন সা'দ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়া বিভাগে পড়াশোনা করেন। এরপরে তিনি আল-ফিকহ আল-মাখারিন ইস্যুতে বিচার বিভাগের উচ্চতর ইনস্টিটিউটে স্নাতকের জন্য অধ্যয়ন করেছিলেন (যেখানে কেউ নির্দিষ্ট বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ পৃথক করে এবং তারপরে সম্ভবত সবচেয়ে সঠিক কি তা অনুমান করার চেষ্টা করে)। তবে তিনি পড়াশোনা শেষ করেননি, পরিবর্তে ২০১০ সালে আল-কায়দার সাথে যোগ দিতে আফগানিস্তান গিয়েছিলেন। এরপরে তিনি ২০১৪ সালে সিরিয়ায় গিয়ে ইসলামিক স্টেটে যোগ দেন। ২০১৫ সালের মে মাসে সিরিয়ার সরকার থেকে হামস মরুভূমিতে আল-সুখনা দখল করতে অংশ নেওয়ার সময় তিনি নিহত হন।

৩. শাইখ আবু সালমান:

উনি কেনিয়ায় মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সৌদি আরবের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজে ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি ইসলামী আইনের অন্যান্য সমস্ত ব্যাখ্যার চেয়ে ফিকাহ (ইসলামিক আইন শাসন) এর আধিপত্যকে স্বীকার করেন। হারাকাত আল-শাবাবের আদর্শিক ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আল শাবাব যোদ্ধারা তাকে তাদের মুফতি হিসাবে বিবেচনা করতো। তিনি সোমালিয়া, কেনিয়া এবং জিবুতিতে সালাফি জিহাদের প্রধান আদর্শিক এবং প্রবক্তা। মার্চ ২০১৫ সালে তাঁর গ্রুপের সদস্যদের সহ খলিফাহকে বাইয়াহ দেন। তিনি হারাকাত আল-শাবাবকে বলেছেন, আইএসকে বৈধ জিহাদি সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি জানাতে এবং এর সাথে জোট গঠনের পাশাপাশি এর নেতাকে 'আমির আল-মু'মিনিন' হিসাবে গ্রহণ করার জন্য।

৪. শাইখ আবু উসামা আল-গারিব:

উনি অস্ট্রিয়ায় মিশরীয় মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আল-কায়েদার সাবেক শাইখ এবং মুজাহিদ। ২৬ এপ্রিল ২০১২ হেসির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরিস রহিন তাকে এক মাসের মধ্যে জার্মানি ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। তিনি মিশরে চলে যান। ২০১৩ এর মার্চ মাসে অস্ট্রিয়ান পাসপোর্ট পুড়িয়ে ফেলেন এবং পশ্চিমা বিশ্বে হামলার হুমকি দেন। কিছু দিন পর তুরস্কে গ্রেফতার হন। ১৯ আগস্ট ২০১৪ অবধি তুরস্কের একটি কারাগারে বন্দি ছিলেন। নিয়মিত পুলিশে প্রতিবেদন করার শর্ত সাপেক্ষে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি রিপোর্টিং বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে সিরিয়ায় অদৃশ্য হয়ে যান। আগস্ট ২০১৫ সালে আবু ওমর আল-আলমানির সাথে একটি ইসলামিক স্টেটের ভিডিওতে উপস্থিত হন। সিরিয়ার পালমিরায় চিত্রায়িত হওয়া এই জুটি দু'জন সিরিয়ান আরব সেনা সদস্যকে ফাঁসি দিয়েছিল। তিনি ২৮ নভেম্বর ২০১৮ সালে সিরিয়ায় বিমান হামলায় নিহত হন।

অপবাদ ১১: তারা তাদের দেশকে দারুল ইসলাম (ইসলামের দেশ) বলে নামকরণ করে আর অন্যদের দেশকে বলে দারুল কুফর, যেখানে আল্লহ ﷻ'র শরীয়ত বাস্তবায়ন করা হয় না।
খন্ডন: সহজ ভাষায়, শরীয়ত অনুযায়ী শাসিত ভূখণ্ড হলো দারুল ইসলাম, বিপরীতটা দারুল কুফর।
শায়খ আদনানী رحمه الله সবাইকে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হতে বলায় মুহাইসিনী এই অপবাদ এনেছে।
খিলাফার ছায়াতলে একত্র হতে বলা দোষের? আল-কায়দা যখন ভূমির তামকিন পেত তখন নানা অজুহাতে শরিয়াহ কায়েম থেকে বিরত থাকতো, এমনকি দাওলাতুল ইসলামের শরীয়াহ দ্বারা শাষিত ভূমি কেড়ে নিয়ে তারা শরীয়াহ বিলুপ্ত করতো। বক্তব্যের উদ্দেশ্য ও কাদের প্রতি তা ছিল সেটা প্রতি লক্ষ্য না রেখে শুধু বাহ্যিক অর্থ মনমনো স্থানে প্রয়োগ করা নিতান্তই হিংসা ও শত্রুতামূলক কর্মকান্ড।

অপবাদ ১২: খারিজি জামাআত তাদের একজন ইমামকে মানে, যাকে তারাই নিয়োগ দেয়, তারা তাকে আমিরুল মুমিনীন বলে এবং যারা তার বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ওয়াজিব মনে করে।
খন্ডন: উমর رضي الله عنه বলেন: ইসলামের অস্তিত্বই হতে পারে না জামা'আহ ছাড়া, আর জামা'আহ'র অস্তিত্বই হতে পারে না ইমারাহ ছাড়া, আর ইমারাহ'র অস্তিত্বই হতে পারে না আনুগত্য ছাড়া।
"দাওলা'হ তাদের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ওয়াজিব মনে করে" এটা একটা মিথ্যা অভিযোগ, এর কোনো প্রমাণ নেই। এই মিথ্যাচারটি সেখান থেকে এসেছে যেখানে শায়খ আদনানী رحمه الله শাম ও লিবিয়ার সাহাওয়াতদের খাস করে উদ্দেশ্য করে একটা বক্তব্য দিয়েছিলেন, যেখানে শায়খ দাওলাহ'র বা যেকোনো ভূমি যা আল্লহ ﷻ'র বিধান দ্বারা পরিচালিত হয় তা দখল করে মানবরচিত বিধান দ্বারা শাসন করার জন্য যুদ্ধ করবে তারা কুফরে পতিত হবে বলে উল্লেখ্য করেন। আর এই বিধান সকলেরই জানা যে বৈধ খলিফার বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলনকারী বাগীদের অস্ত্র দিয়েই দমন করতে হবে।

অপবাদ ১৩: প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।
খন্ডন: এগুলো খারিজিদের আক্বিদাহ'র মধ্যে পরে না।

অপবাদ ১৫ ও ১৬(১৪ পাওয়া যায়নি): খারিজিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই বলে বিদ্রোহ করে যে, অন্যরা আল্লহর শরীয়ত কার্যকর করছে না।
খন্ডন: ভূমিতে কুফুরি আইন উৎখাত করতে চাওয়া খারিজিপনা? এই নির্বুদ্ধিতার কীরকম খন্ডন হতে পারে?

অপবাদ ১৭: তাদের মধ্যে ইলমের দুর্বলতা ও অজ্ঞতার বিস্তার।
খন্ডন: শরীয়াহ'র উপর PhD ডিগ্রিধারী একজন কুরাইশী খলিফা এবং তার সত্যনিষ্ঠ ইলমধারী সাথীগণ যারা হিকমাহ'র নামে ত্বওয়াগীতের পদলেহন করেনি, ওয়ালা বারা'আ ভঙ্গ করেনি এবং তার পূর্ণতা নাকচ করার মতোও কিছু করেনি, যারা সব ধরনের ত্বগুতের প্রতি ছিল কঠোর তাদের প্রতি এমন মিথ্যা অপবাদ হাস্যকর। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে খ্যাত কিছু আলিমদের যারা দাওলাতে যোগ দিয়েছিলেন। রসুল ﷺ এমনি এমনি কুরাইশীদের মধ্যে নিতৃত্বকে সীমাবদ্ধ করে যাননি, এটা মিথ্যাবাদীদের মাথায় রাখা উচিত।

অপবাদ ১৮: আত্মপ্রবঞ্চিত হওয়া এবং সাধারণ মানুষকে আকর্ষিত করা।
খন্ডন: না এটা সত্য আর না এত দ্বারা কারো খারিজিয়াত প্রকাশ পায়।

অপবাদ ১৯: তারা উম্মাহর মাঝে এমন সময় প্রকাশিত হয়, যখন মুসলিমগণ ও তাদের খিলাফাত বিভক্ত হয়ে পড়ে।
খন্ডন: বরং দাওলাতুল ইসলাম খিলাফা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ওয়াজিব তরকের গুনাহ থেকে উম্মাহকে রক্ষা করে আল্লহ ﷻ'র সাহায্যে, এবং ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করে। দাওলাতুল ইসলাম কখনোই মাঝ পথে এসে তৈরি হয়নি।
দাওলাহ'র উত্থানের ধাপসমূহ:

জামাআতুত তাওহীদ ওয়াল জিহাদ
সময়কাল: ১৯৯৯-২০০৩
আমীর: শায়খ আহমাদ আল খালায়লাহ আল কুরাইশী تقبله الله

তানজিম ক্বয়িদাতুল জিহাদ ফী বিলাদ আর রাফিদ্বায়ীন
সময়কাল: ২০০৪-২০০৬
আমীর: শায়খ আহমাদ আল খালায়লাহ আল কুরাইশী تقبله الله

মাজলিসু শুরা ওয়াল মুজাহিদীন
আমীর: শায়খ আহমাদ আল খালায়লাহ আল কুরাইশী تقبله الله
(তানজিম ক্বয়িদাতুল জিহাদ ফী বিদাল আর রাফিদ্বায়ীন, জাইশ আত্ব ত্বইফা আল মানসুরা, কাতবিয়ান আনসার আত তাওহিদ ওয়াল সুন্নাহ, সারায়া আল-জিহাদ গ্রুপ, আল গুরাবা ব্রিগেড, আল আহওয়াল ব্রিগেড)
সময়কাল: ২০০৬
আমীর: শায়খ আহমাদ আল খালায়লাহ আল কুরাইশী تقبله الله

আমীর: শায়খ আবু হামজাহ আল মিসরী تقبله الله

হিলফুল মুতায়্যাবিন
সময়কাল: ২০০৬
আমীর: শায়খ আবু আবদুল্লাহ আল রাশীদ আল বাগদাদী تقبله الله

দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামিয়্যাহ
সময়কাল: ২০০৬-২০১১
আমীরুল মুমিনীন: শায়খ আবু উমার আল হুসাইনী আল কুরাইশী تقبله الله

আমীরুল মুমিনীন: শায়খ আবু বকর আল হুসাইনী আল কুরাইশী تقبله الله

দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফী ইরাক ওয়া শাম

সময়কাল: ২০১২-২০১৪
আমীরুল মুমিনীন: শায়খ আবু বকর আল হুসাইনী আল কুরাইশী تقبله الله
দাওলাতুল খিলাফা - খিলাফা 'আলা মিনহাজুন নবুওয়াহ
সময়কাল: ২০১৪-চলমান।
খলিফাতুল মুসলিমীন: শায়খ আবু বকর আল হুসাইনী আল কুরাইশী تقبله الله

খলিফাতুল মুসলিমীন: শায়খ আবু ইবরাহীম আল হাশেমী আল কুরাইশী تقبله الله

খলিফাতুল মুসলিমীন: শায়খ আবু আল হুসাইন আল হুসাইনী আল কুরাইশী تقبله الله

খলিফাতুল মুসলিমীন: শায়খ আবু আল হাসান আল হাশেমী আল কুরাইশী تقبله الله

খলিফাতুল মুসলিমীন: শায়খ আবু হাফস আল হাশেমী আল কুরাইশী تقبله الله

অপবাদ ২০: খারিজিদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো; মানুষ থেকে তাওবা নেওয়া এবং মুসলমানদেরকে খুব দ্রুত দ্বীন থেকে বের করে দেওয়ার বিদাআত।
খন্ডন: ধর্মত্যাগের একটা প্রকার হলো "আর-রিদ্দাতাল মুজাররাদাহ"। সহজ ভাষায় এটি এমন ধর্মত্যাগকে বোঝায় যা কোনো বিধান পালন করতে না পেরে(যেমন সালাত ত্যাগ করা) হয় বা ইমানভঙ্গকারী এমনসব বিষয় যা ধর্মের প্রতি তার আক্রোশ, বিরোধিতা বা শত্রুতার জন্য ঘটে না। এই ধরনের মুরতাদদের থেকে তাওবা গ্রহণ করা বা তাওবা করতে বলা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনব্যাবস্থার অন্তর্ভুক্ত বা এটাই শরীয়তের নিয়ম।
ইবনে কুদামাহ رحمه الله বলেছেন, “মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত নয় যতক্ষণ না তাকে তিনবার তওবা করতে বলা হয়। এটি উমর, আলী,

আতা, আন-নাখাওয়াই, মালিক, আছ-ছাওরী, আল-আওযাই, ইসহাক-সহ অন্যান্য অধিকাংশ আলেমদের অভিমত। কারণ ধর্মত্যাগ একটি সন্দেহের কারণে ঘটে, এবং তা মুহূর্তের মধ্যে দূর করা যায় না, (অতএব) ব্যক্তিকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য সময় দেওয়া উচিত এবং সর্বোত্তম সময় হলো তিন দিন।"[6] দাওলাতুল ইসলাম যদি মনে করে অমুক ব্যাক্তির জন্য তাওবা করা আবশ্যক তাহলে তাকে তাওবা করতে বলা হবে, বরং এটাই ইসলামী শাসনব্যাবস্থা।

অপবাদ ২১-২৭: মানুষকে দ্বীন ও জ্ঞানের ব্যাপারে পরীক্ষা করা। বিতর্ক, প্রচারণা, বক্তৃতা ও মানুষকে বিভ্রান্ত করার উপর নির্ভর করা। কথা সুন্দর কাজ মন্দ। স্বার্থোদ্ধারের জন্য হত্যা করে ফেলা। হক্ক কবুল উপদেশ গ্রহণ করে না। বিকৃত পরহেজগারী। ঝগড়ার মধ্যে অন্যায় আচরণ করা এবং মানুষকে অভিসম্পাত করা।
খন্ডন: এই অভিযোগগুলো পূর্বের খন্ডনের এবং ‘খারিজিদের পরিচয়’ আলোচনার মাধ্যমে খন্ডিত হয়ে গেছে।
[অপবাদের সংখ্যা ৩০ এর কম]

[6] আল-মুগনি (৯/১৮)